Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 381 - 389
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হুমায়ূন আহমেদের ‘মিসির আলি’ সিরিজের উপন্যাসে মনোচিকিৎসা : একটি মণঃসমীক্ষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. প্রসেনজিৎ দাস
স্নাতক শিক্ষক
পালাটানা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা
Email ID : yusufjit426@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Fiction, Humayun Ahmed, Sigmund Freud, Treatment, Psychoanalysis, Psychotherapy, Hypnotize, Delusion, Reality.

Abstract

Psychoanalysis and psychology have significantly influenced the world of thought and medical science. In 1896, Austrian neurologist Sigmund Freud first introduced the concept of ‘Psychoanalysis’. This therapeutic method of Sigmund Freud has become one of the most important treatment methods in the modern world. Humayun Ahmed, one of the most popular fiction writers in Bangladesh and Bengali literature, has consciously highlighted the aspect of psychoanalysis in his various novels. Humayun Ahmed's best novel series is ‘Misir Ali’. The protagonist of this novel series, Misir Ali, is a psychology professor and psychoanalyst. Although he does not practice psychotherapy as a profession, he does it out of his own liking. And so, people come to Misir Ali with various problems. The first novel in the ‘Misir Ali’ series is ‘Devi’. In this novel, Humayun Ahmed has very consciously shaped the subject of psychoanalysis. The method of psychoanalysis of psychologist Sigmund Freud was primarily conversational. He would talk to the patient and point out the cause of the disease. He observed that in many cases, the disease was cured by bringing the cause to the forefront. Again, in many cases, he would hypnotize the patient and remove the symptoms of the disease from the patient's mind. In the novel ‘Devi’, Misir Ali seems to have followed the path indicated by Sigmund Freud in Ranu's treatment method. Humayun Ahmed's second novel in the ‘Misir Ali’ series is ‘Nishithini’. The subject of psychoanalysis has also come up in this novel. The subject of psychoanalysis has also come up in Humayun Ahmed's novel ‘Misir Ali. Kothay?’ In the novel, it is seen that when Tariqul Islam suddenly becomes overwhelmed by a fear of dogs, Misir Ali treats him using the hypnotic method. Humayun Ahmed has presented Misir Ali as an experienced psychoanalyst. However, the steps of treatment that the novelist has described here are completely fictional and dramatic.

Discussion

মনোচিকিৎসা ও মনঃসমীক্ষণ আধুনিক বিশ্বের চিন্তা চেতনা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের জগতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড প্রথম 'মনঃসমীক্ষণ' (Psychoanalysis) এর ধারণাটি উপস্থাপন করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি অবদমিত বাসনাকে উন্মোচন এবং অস্বীকৃত অপ্রকাশিত আবেগকে প্রকাশের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। এই চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল কথোপকথনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ। রোগী ও সমীক্ষকের কথোপকথনের মাধ্যমে এই চিকিৎসা পদ্ধতি অগ্রসর হত। রোগ সনাক্তকরণের উপাদান ছিল প্রধানত ভাষিক। ফ্রয়েডের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রোগীর উক্তির বা উচ্চারিত ধ্বনি, শব্দ এবং বাক্যের অসচেতন দিকগুলির উৎসের প্রতি। এর মাধ্যমে বোঝা যায় - স্বপ্ন, শব্দচালাচালি এবং কথার ভুলের জন্য যেসব কৌশল কাজ করে তা কয়েকটি মানসিক এবং ভাষিক পদ্ধতির সাদৃশ্যসূচক। এইভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি এগিয়ে যায়।

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এই চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম চিকিৎসা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সময়ে সময়ে তার ব্যবহারিক পদ্ধতিতে নানা সংযোজন ও পরিবর্তন এসেছে।

আধুনিক কালে মানুষের জীবন-যাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক মন্দাগ্নিও বাড়ছে। তার ফলস্বরূপ দেখা দিচ্ছে নানা মানসিক রোগ-যন্ত্রণা। মানুষের জীবনযাত্রার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরতে গিয়ে আধুনিক কালের ঔপন্যাসিকেরাও মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয় তাঁদের রচনায় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ফলত আধুনিক উপন্যাসে উঠে এসেছে মানুষের মনের নানা রাগ-যন্ত্রণা ও তার চিকিৎসার কথা।

বাংলাদেশের তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের মনোচিকিৎসার দিকটি সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। হুমায়ূন আহমেদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সিরিজ 'মিসির আলি'। এই উপন্যাস সিরিজের নায়ক মিসির আলি একজন সাইকোলজির অধ্যাপক এবং মনোচিকিৎসক। যদিও মনোচিকিৎসার কাজটি তিনি পেশা হিসাবে নয় তার ভালোলাগা থেকে করে থাকেন। আর তাই মানুষ নানা সমস্যা নিয়ে মিসির আলির কাছে উপস্থিত হন। মিসির আলির চিকিৎসার উপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

'মিসির আলি' সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'দেবী'। এই উপন্যাসে মনোচিকিৎসার বিষয়টি হুমায়ূন আহমেদ খুব সচেতনভাবে রূপ দিয়েছেন। মিসির আলি ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির অধ্যাপক। মনোচিকিৎসক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তবে এই কাজের জন্য "আমি ফিস নেই না। এই কাজটি আমি শখের খাতিরে করি।"[১]

'দেবী' উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী অনীশ ও রানু। রানু মাঝে মধ্যেই কিন্তু অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং ভয়ে আঁতকে উঠে। আবার ভয় কেটে গেলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। কখনো কখনো আবার ঘুমের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত হেসে উঠে। তাই অনীশ স্থির করল রানুকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবে। এই প্রসঙ্গেই মনোচিকিৎসার বিষয়টি উপন্যাসে উঠে এসেছে।

অনীশ অফিসের এক সহকর্মীর কাছ থেকে মিসির আলির নাম শুনেছে। অনীশ অনেক খুঁজাখুঁজি করে মিসির আলির বাড়িতে উপস্থিত হন এবং মিসির আলিকে রানুর বিষয়টি জানান। তবে মিসির আলি অনীশকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় –

> "শুনুন, আমি কিন্তু ডাক্তার না।"[২]

তিনি মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক। আর সেই সুবাদে তিনি শখ হিসাবে মনোচিকিৎসার কাজটি করে থাকেন।

অনীশ রানুকে মিসির আলির কাছে নিয়ে যান। মিসির আলি আন্তরিক ভঙ্গীতে রানুর সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রথমেই তাকে চারটি কার্ড দেখিয়ে তার মধ্যে কী ডিজাইন রয়েছে তা অনুমান করে বলতে বলেন এবং রানু অনুমানের মাধ্যমে প্রতিটি কার্ডের ডিজাইন সঠিক বলেছেন। এর মধ্যে দিয়ে মিসির আলি রানুর ESP (এক্সট্রা সেন্সরি পারসেপশন) ক্ষমতা পরীক্ষা করেন। এরপর মিসির আলি রানুর কাছে তার প্রথম ভয় পাওয়ার ঘটনা শুনতে চাইলেন।

রানুর বয়স যখন এগারো বারো বছর তখন মধুপুরে চাচাতো বোন অনুফার বিয়েতে গিয়েছিল। গায়ে হলুদের দিন রঙ খেলা হয়। তারপর সকল মেয়েরা মিলে নদীতে স্নান করতে যায়। হঠাৎ রানু অনুভব করে কেউ যেন তার পা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জড়িয়ে ধরে আছে। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠে। পরে অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে শুনতে পায় একটা মড়া মানুষ তার পায়ে আটকে গিয়েছিল। সেই থেকে রানু ভয় পায়। তারপর থেকে সে যখন একা থাকে মনে হয় কেউ যেন তাকে ডাকছে।

মিসির আলি একজন অভিজ্ঞ মনোসমীক্ষক। প্রতিটি কেইস স্টাডি তিনি আলাদা খাতায় তুলে রাখেন। রানুর কেইস স্টাডির খাতার প্রথম পাতায় লেখা 'একটি মানসিক রোগীর পর্যায়ক্রমিক মনোবিশ্লেষণ'। দ্বিতীয় পাতায় রয়েছে রানু সম্পর্কিত নানা তথ্য-নাম বয়স ইত্যাদি। তৃতীয় পাতায় তিনি তাঁর মনোবিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। সেখানে প্রথমেই মনোচিকিৎসার একটি পরিভাষা 'অডিটরি হেলুসিনেশন'-এর উল্লেখ রয়েছে। মিসির আলির মতে মেয়েটির অডিটরি হেলুসিনেশন হচ্ছে। সে যখন একা থাকে শুনতে পায় কেউ যেন তাকে ডাকছে; অর্থাৎ মেয়েটির হেলুসিনেশন হচ্ছে জলের ঘটনাটি উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন তিনি প্রস্তুত করেছেন, এবং নিজেই তার উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করছেন -

প্রথমত : মৃত মানুষ জলে ভাসে, জলের নীচে ডুবে থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : মৃত মানুষটির বয়স কত? পোস্টমর্টাম হয়েছে কিনা?

তৃতীয়ত : প্রথম অসুস্থতার সময় ঘুমের মধ্যে কিছু বলেছে কিনা? বললে কী?

এই ঘটনাটির প্রেক্ষিতে মিসির আলি কিছু মন্তব্য উল্লেখ করেছেন -

ক) জলের ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

খ) প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে হবে।

এইভাবে মিসির আলি ধাপে ধাপে রানুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার চিকিৎসার পথে এগিয়ে গেছেন।

মিসির আলি রানুর বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য মধুপুরে রানুর কাকার বাড়িতে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি নদীতে স্নানের ঘটনাটি শুনতে চাইলেন। ঘটনাটি মোটামুটি একই রকম ছিল। মিসির আলি অনুফার সঙ্গেও কথা বলেছেন। অনুফার মতে রানু এক অদ্ভুত মেয়ে, সে মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারে। মিসির আলির ব্যাখ্যায়, কিছু কিছু মানুষেরই ই. এস. পি ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় তিনি নিজেও রানুর ই. এস. পি পরীক্ষা করেছেন। যদিও ই. এস. পি সাইকোলজির বিষয় নয়; এটি প্যারাসাইকোলজির পরিভাষা। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ই. এস. পি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে। 'জার্নাল অব প্যারাসাইকোলজি'র তৃতীয় অধ্যায় ই. এস. পি এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোচিকিৎসার পদ্ধতি ছিল মূলত ভাষিক। তিনি রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে রোগের কারণটি নির্দেশ করতেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন রোগের কারণটি সামনে নিয়ে আসলে অনেক ক্ষেত্রে রোগ নির্মূল হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে সম্মোহিত করে রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূর করতেন।

'দেবী' উপন্যাসে মিসির আলি যেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের নির্দেশিত পথেই রানুর চিকিৎসা পদ্ধতিতে এগিয়ে চলেছেন।

রানুর সঙ্গে কথা বলে মিসির আলি জানতে পেরেছেন যে, রানু প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন একজন উলঙ্গ মানুষ রানুর পাজামা খোলার চেষ্টা করছে, মিসির আলি এই স্বপ্নের একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন; সেটি এই রকম যে, ছেলেবেলায় একজন বুড়ো মানুষ রানুকে ভুলিয়ে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে জোর করে তার পাজামা খুলে ফেলল। রানুর অসুখের শুরু হয়েছে সেখান থেকেই। তার মনের মধ্যে ব্যাপারটি গেঁথে রইল। স্নান করার সময় মড়া মানুষটি পায়ে লাগায় ঐ ঘটনাটি মনে পড়ে যায়।

মিসির আলি ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য রানুদের বাড়ি যান। সেখানে গিয়ে শুনতে পান রানুদের বাড়ির কাছে একটি পুরোনো মন্দির ছিল। স্থানটি নির্জন। সে প্রায়ই দেবী মূর্তি দেখতে সেখানে যেত। জালাউদ্দিন নামে একজন লোক রানুকে নির্জনে পেয়ে অসভ্যতা করার চেষ্টা করেছিল। মিসির আলি জালালউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলেছেন। সে জানায় যে, দেবী মূর্তি হঠাৎ রানুর শরীরে এসে মিলিয়ে যায়। তা দেখে সে ভয়ে পালিয়ে গেছে।

এই বিষয়ে মিসির আলির ব্যাখ্যা-জালালউদ্দিনের মনে পাপবোধ ছিল। তাছাড়া মন্দিরটি ছিল তার কাছে নানা ভয়ভীতির কারণ তা থেকেই জালালউদ্দিনের হেলুসিনেশন হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনীশ মিসির আলির বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে নানা সমস্যা নিয়ে। রাতে রানু নূপুরের শব্দ শুনতে পায় এবং সেই সঙ্গে ফলের ঘ্রাণও পায়। ইদানীং অনীশও তা অনুভব করে। তবে প্রথমে রানু নূপুরের শব্দ শুনে এবং ফুলের ঘ্রাণ পায়, তারপর অনীশও গায়।

মিসির আলির ব্যাখ্যায় এটি হল ইনডিউসড অডিটরি হেলুসিনেশন। অনীশ রানুকে খুব ভালোবাসে। রানুর অসুস্থতায় অনীশের মন দুর্বল হয়ে আছে। রানু যখন বলে সে নূপুরের শব্দ শুনতে পায় তখন স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসায় অনীশের কাছেও হেলুসিনেশন হয়। তাই সেও নূপুরের শব্দ শুনতে পায়। এটি সম্পূর্ণ মনোজগতের বিষয়।

একদিন রাতে অনীশ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখলো রানুর অস্থিরতা বেড়েছে। সে ডাক্তার ডাকতে চাইলে রানু তাকে রাবণ করে। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানুর অসুস্থতা বাড়ে। একসময় আশীস ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে গেলে এবং ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রানু মারা গেল। রানুকে নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ মনোচিকিৎসার যে আখ্যানটি তুলে ধরেছেন তা এখানেই ছেদ পড়ল।

উপন্যাসে দেখা যায় মিসির আলি একজন অভিজ্ঞ মনোচিকিৎসকের মতোই প্রথমে রানুর সমস্যাটি শুনেছেন, তারপর এর পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ প্রস্তত করেছেন এবং প্রয়োজন মত নানা স্থানে ঘুরে রানুর দেওয়া তথ্যগুলি যাচাই করেছেন। কিন্তু ঔসন্যাসিক ছোটগল্পের মতই অতৃপ্তি রেখে রানুর যবনিকা পত্তন করেছেন। রানুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার চিকিৎসা মনোবৈজ্ঞানিক মতেই এগোচ্ছিল। হয়তো হুমায়ূন আহমেদের পক্ষে এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তাই রানুকে তিনি কলমের আঁচড়ে মেড়ে ফেলেছেন। মূলত, হুমায়ূন আহমেদ রসায়নের ছাত্র, মনোবিজ্ঞানের ছাত্র নন। তবে সাইকোলজি ও প্যারাসাইকোলজি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। উপন্যাসে মনোচিকিৎসাটি যতদূর চালিয়ে নিয়ে গেছেন তাও প্রশংসার দাবি রাখে।

হুমায়ূন আহমেদের মিসির আলি সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিশিথিনী'। এই উপন্যাসেও মনোচিকিৎসার বিষয়টি উঠে এসেছে। এই উপন্যাসেও মিসির আলি চরিত্রের পূর্বাপর সাযুজ্য রক্ষা করা হয়েছে। এই উপন্যাসেও তাকে মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও মনোচিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যায়।

যদিও মনোচিকিৎসা মিসির আলির পেশা নয়, তবুও তিনি এই কাজটি অধিক গুরুত্বের সঙ্গে করে থাকেন। এই কাজটি তাঁর কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এরজন্য তিনি সুইডেনে মনোবিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ –

> "আমি একজন রোগীর মনোবিশ্লেষণ করছি। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।"[৩]

সেই কনফারেন্সে পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আসবেন জেনেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন শুধুমাত্র একজনের চিকিৎসার জন্য। এর মধ্য দিয়ে চিকিৎসার প্রতি মিসির আলির নিষ্ঠা প্রকাশ পায়।

মিসির আলি ফিরোজ নামের একজন একুশ বর্ষীয় যুবকের চিকিৎসায় রত। ফিরোজ বিশাল বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তান। সে শহরেই বড় হয়েছে। কখনো গ্রাম দেখেনি, তাই গ্রাম দেখতে সহপাঠী বন্ধু আজমলের সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়ি মোহনগঞ্জে যায়। আজমলের বাড়িটি সেকেলে জমিদারি বাড়ি। যদিও বর্তমানে বাড়িটি ছাড়া তাদের আর কিছু নেই। আজমলের বাড়িতে শুধু তার মা ও বোন রয়েছে। আজমলের বোন নাজনীন পঙ্গু, কিন্তু অলৌকিক সুন্দরী। নাজনীন তার পঙ্গুত্বের জন্য কারো সামনে যায় না। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই নাজনীন ফিরোজের সামনে পরে যায় এবং দ্রুততার সঙ্গে নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে হঁচট খেয়ে পড়ে যায়। ফিরোজ তাকে তাড়াতাড়ি টেনে তুলে কিন্তু হাত ছাড়তে ভুলে যায়, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অবশেষে নাজনীনের ধমক খেয়ে সে হাত ছাড়ে। অসহ্য এক ব্যথায় তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি, সকালে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যায়। সে উন্মাদের মত চিৎকার করতে থাকে। চোখের দৃষ্টি এলোমেলো হয়ে যায়। একসময় মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে থাকে। তারপর গ্রামের লোকেরা তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। এরপর থেকেই ফিরোজ উন্মাদ হয়ে যায়।

ফিরোজের বাবা চিকিৎসার জন্য ফিরোজকে মিসির আলির কাছে নিয়ে আসেন। মিসির আলির চিকিৎসায় সে কিছুটা সুস্থ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই চিকিৎসায় ফিরোজের মা। সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তিনি মনে করেন-

"চিকিৎসা যে করছেন, সে তা ডাক্তার না... ভদ্রলোক একজন মাস্টার উনি কী চিকিৎসা করবেন।"[৪]

কিন্তু ফিরোজের বাবা ওসমান সাহেবের ধারণা-

"কেউ যদি কিছু করতে পারে, উনিই পারবেন।"[৫]

এই কথাটির মধ্য দিয়ে মিসির আলির চিকিৎসার উপর ওসমান সাহেবের ভরসা ও বিশ্বাসের দিকটি ফুটে উঠেছে। মিসির আলিও ফিরোজের চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখছেন না। একদিন তিনি ঘরে ফিরে দেখলেন ফিরোজ একটি লোহার রড হাতে নিয়ে বসে আছে। তার চোখ লাল হয়ে আছে। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু শান্তভাবেই তার সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝলেন এই অবস্থায় তাকে শান্ত রাখার একটিই উপায়, তাকে যে কোনভাবে ঘুম পাড়ানো। তিনি কড়া ঘুমের ঔষধ লিব্রিয়াম খাইয়ে দিলেন। ড্রাইভার এসে ফিরোজকে বাড়ি নিয়ে গেল। তিনি রাত্রিবেলা তাকে বাড়িতে তালাবন্ধ করে রাখার পরামর্শ দিলেন এবং ফিরোজের ঘরে একটি টেপরেকর্ড চালু করে রাখতে বললেন।

মিসির আলি ফিরোজের বাড়ি থেকে পাঠানো টেপগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন। একটি অংশ তিনি বারবার শুনে দেখলেন সেখানে দুজনের কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে - একটি ফিরোজের আর অন্যটি অপরিচিত। মিসির আলি অনেক চিন্তা করে বের করলেন যে, যেহেতু ফিরোজকে একা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে সুতরাং দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটিও ফিরোজেরই। এটি আসলে ফিরোজের দ্বিতীয় সত্ত্বা।

ফিরোজ কালো পেন্ট পরে একটি লোহার রড হাতে নিয়ে পুরান পল্টন এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সে প্রথমে একটি কুকুরকে মেরেছে। একজন পতিতাকে পিটিয়ে আধমরা করেছে, একটি রাস্তার বালককে মেরে ফেলেছে। তাকে ধরার জন্য সর্বক্ষণের পুলিশ পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু ধরতে পারছে না।

ফিরোজের অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে মিসির আলি মোহনগঞ্জ আজমলদের বাড়িতে গেলেন।

ফিরোজ যে সকল জায়গায় গিয়েছিল তা মিসির আলি ঘুরে দেখলেন। ফিরোজের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে সকলের ইন্টারভিউ নিলেন, কিন্তু কোন ক্লু খুঁজে পেলেন না। নাজনীনের কাছে সবকিছু শুনেছেন। নাজনীন মিসির আলিকে একটি বন্ধ ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে তাদের পূর্বপুরুষ জমিদারদের ওয়েল পেন্টিং রয়েছে। সেখানে একটি ছবিতে একজন লোক কালো পেন্ট পরে খালি গায়ে ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, হাতে লোহার রড। তিনি তাদের বংশেরই একজন জমিদার, যিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী। একদিন বাড়ি ফেরার সময় গ্রামের লোকেরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং পিটিয়ে মেরে ফেলে। ছবিটি দেখে মিসির আলির ধোঁয়াশা অনেকটাই কেটে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন ফিরোজ এই লোকটির হেলোসিনেশন-ই দেখে। এই লোকটিই তার দ্বিতীয় সত্ত্বা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর ফিরোজের অসুস্থতার বিষয়ে মিসির আলি একটি হাইপোথিসিস তৈরি করেছেন -

প্রথমত : একটি অসম্ভব রূপবতী মেয়েকে সে দেখে। কিন্তু মেয়েটি পঙ্গু।

দ্বিতীয়ত : মেয়েটি তাকে হাত ধরে থাকার জন্য তীব্র ভাষায় আঘাত করেছে।

তৃতীয়ত : খালি গায়ে লোকটির ছবি দেখেছে এবং তার মর্মান্তিক মৃত্যুর গল্প শুনেছে।

চতুর্থত : রাতে জ্বরের ঘোরে বারবার লোকটির কথা মনে হয়েছে।

পঞ্চমত : নির্জন নদী তীরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরোজের হেলুসিনেশান হয়েছে।

মিসির আলি লাইব্রেরীতে গিয়ে ড. মিস ম্যাকার্থির 'ইল্যুশন এন্ড হেলুসিনেশন' বইটিতে খুঁজে দেখেছেন ফিরোজের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কেইস স্টাডি রয়েছে কিনা। এছাড়া স্টিভেনশনের 'সম মনোবলিক প্যাটার্ন' বইটিও মিসির আলি পড়ে দেখলেন, তিনিও তাঁর কেইস স্টাডি নিয়ে একটি বই লিখতে চান। তবে তার আগে তিনি ফিরোজের সমস্যাটি সমাধান করতে চান।

মিসির আলি ফিরোজের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। এখন ফিরোজকে নিয়ে সামনাসামনি বসার পালা। এখানে হিপ্রোটিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। হিপ্লোটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তাকে সম্মোহিত করে তার মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূর করে দিতে পারলেই ফিরোজ আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু এমন সময় ফিরোজ লোহার রড নিয়ে

মিসির আলির বাড়িতে উপস্থিত হয় এবং মিসির আলিকে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলে। আর তখনই দেবীর অলৌকিক স্পর্শে তার চৈতন্য ফিরে আসে এবং সে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

হুমায়ূন আহমেদ 'নিশিথিনী' উপন্যাসে মনোচিকিৎসার যে প্লটটি নির্মাণ করেছেন তাকে 'তীরে এসে তরী ডোবানোর' মতই উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে এসে দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছে ইতি টেনেছেন। উপন্যাসে মনোচিকিৎসার যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া সত্ত্বেও ফিরোজকে অলৌকিক উপায়ে সুস্থ করে তুলেছেন এটা তাঁর একটা ব্যর্থতা।

মনোচিকিৎসকরা রোগীর মানসিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রথমে রোগের লক্ষণটি নির্ণয় করেন এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তবে তাঁরা যে সর্বক্ষেত্রেই রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি নির্মূল করতে পারেন তা নয়। শুধু মনোচিকিৎসা নয় কোন চিকিৎসা পদ্ধতিতেই সর্বক্ষেত্রে রোগ নির্মূল সম্ভব নয়। হুমায়ূন আহমেদের 'মিসির আলি' সিরিজের উপন্যাসের মিসির আলিও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি একজন অভিজ্ঞ মনোচিকিৎসক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তিনি রোগের লক্ষণ নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়েছেন। আর সেই সকল রোগীর কেইস হিস্ট্রি তিনি লিখে রাখতেন তাঁর 'UNSOLVED' ডায়েরিতে। এমনই আটটি অমীমাংসিত চিকিৎসার গল্প নিয়ে লিখিত হয়েছে 'মিসির আলি UNSOLVED' উপন্যাসটি।

যে সকল রোগীর চিকিৎসা তিনি শেষ করতে পারেননি, সেই সকল কেইস হিস্ট্রি তিনি অবসর সময়ে নিয়ে বসেন এবং পুনরায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রোগের সঠিক লক্ষণটি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

'মিসির আলি UNSOLVED' উপন্যাসের 'বাবার সিন্ধুক' শীর্ষক অংশে দেখা যায় মিসির আলির বাবা মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। তিনি সবসময় মনে করতেন চারদিকে তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি মৃত্যু ভয়ে তটস্থ ছিলেন। রাত্রে অন্ধকারকে তিনি খুবই ভয় পেতেন। কোন কারণে বাতি নিভে গেলে তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েন এবং কাঁপতে থাকেন। সাইকোলজির ভাষায় এই অসুখের নাম পেরানোয়া। এই অসুখে আক্রান্ত হলে রোগী চূড়ান্তভাবে মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পরে। মিসির আলির বাবার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল এবং এই অবস্থায় একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় তিনি মারা যান।

হুমায়ূন আহমেদের 'মিসির আলি। আপনি কোথায়?' উপন্যাসেও মনোচিকিৎসার বিষয়টি উঠে এসেছে। উপন্যাসে দেখা যায় তরিকুল ইসলাম আকস্মিকভাবে কুকুর ভীতিতে কাবু হয়ে গেলে মিসির আলি হিপ্নোটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তার চিকিৎসা করেছেন —

> "মিসির আলির হাতে পকেট ঘড়ির চেইন। চেইনের মাথায় ঘড়ি। তিনি ঘড়িটা পেন্ডুলামের মতো সামান্য দুলাচ্ছেন। তাদের বাঁ দিকে খাটের উপর আয়না বসে আছে। আয়নার চোখে তীব্র কৌতূহল। আয়নার পাশেই তার মা। ঘোমটা টেনে তিনি নিজেকে আড়াল করেছেন। মহিলা কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। তিনি এক হাতে মেয়েকে শক্ত করে ধরে আছেন।
> মিসির আলি বললেন, হেডমাস্টার সাহেব!
> জ্বি।
> আপনি সারারাত ঘুমান নি এখন আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে।
> জ্বি।
> আপনি কল্পনা করুন নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন। জায়গাটা ফাঁকা। গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই। জায়গাটা কি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন।
> তরিকুল ইসলাম চোখ বন্ধ করে গাঢ় স্বরে বললে, দেখতে পাচ্ছি।
> জায়গাটা কেমন একটু বলুন তো?
> সুন্দর। খুব সুন্দর। ফুলের বাগান আছে।
> ঠান্ডা বাতাস কি বইছে?
> জ্বি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন না?
পাচ্ছি।
একটা পুরানো কাঠের বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন?
হুঁ।
দোতলা বাড়ি না?
জ্বি।
খুঁজে দেখুন দোতালায় উঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বের করুন।
আচ্ছা।
সিড়ি খুঁজে বের করে আমাকে বলুন। সিঁড়ি পেয়েছেন?
পেয়েছি।

এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করুন। এক একটা ধাপ উঠবেন আর আপনার চোখ গাঢ় হতে থাকবে। সপ্তম ধাপে উঠে গভীর ঘুমে আপনি তলিয়ে যাবেন। উঠতে শুরু করুন। প্রথম ধাপ উঠেছেন?
জ্বি উঠেছি।
দ্বিতীয় ধাপ?
হুঁ।
ঘুম পাচ্ছে?
হুঁ।
তৃতীয়।
হুঁ।
আপনার শরীর ভারী হয়ে গেছে। আপনার পা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে চতুর্থ ধাপ। উঠেছেন?
হুঁ।
চতুর্থ, পঞ্চম এখন সপ্তম ধাপ উঠবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনি পা দিয়েছেন সপ্তম ধাপে।
তরিকুল ইসলাম বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসেছে। আয়না আপলক তাকিয়ে আছে।
মিসির আলি বললেন, তরিকুল ইসলাম সাহেব।
জ্বি।
ঘুমাচ্ছেন?
জ্বি।
আপনার কেমন লাগছে?
ভালো।

আমি দু'বার হাত তালি দেব। তালির শব্দে আপনার ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভাঙার পর আপনি কুকুর ভয় পাবেন না। কুকুর ভীতি আপনার পুরোপুরি দূর হবে।

মিসির আলি দু'বার হাত তালি দিলেন। তরিকুল ইসলাম চোখ মেললেন। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। আয়না বলল, বাবা কুকুরের ভয়টা কি গেছে?
তরিকুল ইসলাম বললেন, কুকুরের কিসের ভয়?”[৬]

এইভাবে হিপ্নোটিক সাজেশনের মধ্য দিয়ে মিসির আলি তরিকুল ইসলামের কুকুর ভীতি দূর করেছেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে মানসিক রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূর করা সম্ভব। তবে লেখক বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে -

> "এই বইয়ে লেখা হিপ্নোটিক সাজেশনের পদ্ধতিটি কেউ ব্যবহার করতে চাইলে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। Trance state-এ চলে যাওয়া কাউকে ভুল সাজেশন দেওয়া ঠিক না। এতে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।"[৭]

'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসের মূল রহস্যটি ঘনিয়ে উঠেছে মিসির আলির ছাত্র ফারুকের স্ত্রী আয়নাকে নিয়ে। ফারুকের স্ত্রী আয়না মাঝে মাঝে আয়নার ভেতরে ঢুকে যায় এই রহস্যের সন্ধানে ফারুক তার প্রিয় অধ্যাপক মিসির আলির সাহায্য প্রার্থনা করেছে। মিসির আলির প্রতি ফারুকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং অগাধ বিশ্বাস। মিসির আলির মনোবিশ্লেষণ তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে আসছে ছাত্র জীবন থেকে। তাই নিজের জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হতে প্রিয় শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়েছে। ফারুকের বিশ্বাস একমাত্র তিনিই পারেন তার স্ত্রীর রহস্যের সমাধানসূত্র নির্দেশ করতে।

ফারুকের স্ত্রী আয়না আয়নার ভিতরে ঢুকে যাওয়ার অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে, এই রহস্যের সমাধানে মিসির আলি প্রথমে তিনটি হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছেন। প্রথমত: তিনি মেনে নিয়েছেন যে আয়নার ভিতরে ঢুকার অস্বাভাবিক ক্ষমতা তার রয়েছে। তা মেনে নেওয়ার ভিত্তি হল আয়নার স্বীকারোক্তি এবং ফারুকের বক্তব্য, কিন্তু বিজ্ঞান এই হাপপোথিসিসকে গ্রহণ করবে না। কারণ, আয়না একখন্ড কাঁচের টুকরো যার পেছনে প্রলেপ লাগানো থাকে। এর ভেতরে মানুষের ঢুকা সম্ভব নয়। মিসির আলি নিজে তা মেনে নিলেও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে তা অগ্রাহ্য করবে। তার পরেও এই হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর কারন হল ভুলের ভেতর দিয়ে অনেক সময় শুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া যায়।

মিসির আলির দ্বিতীয় হাইপোথিসিস হল, আয়নার ভেতরে কেউ কখনো ঢুকেনি, সুতরাং সেও ঢুকতে পারে না। তবে এক রিয়েলিটি (reality) থেকে অন্য রিয়েলিটিতে (reality) যেতে আয়না লাগে না। মানুষ বিছানায় ঘুমিয়েও রিয়েলিটি পরিবর্তন করতে পারে। আয়না মেয়েটির ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে। এটি মনোবিজ্ঞান সম্মত হাইপোথিসিস।

মিসির আলির তৃতীয় হাইপোথিসিস অনুযায়ী সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই আয়নার স্বামী ফারুকের কল্পনা। ফারুক সাইকোলজির ছাত্র। সুতরাং ডিলিউসন (Delusion) এর বিষয়টি সে জানে। তার স্ত্রী আয়না তাকে ডিলিউসন (Delusion) এ সাহায্য করেছে। তাছাড়া ফারুকের স্ত্রীর নামও আয়না এবং আয়নার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ফারুক ডিলিউসন (Delusion) এর জগতে চলে গেছে।

মূল সিদ্ধান্তে পৌছানোর পূর্বে মিসির আলি ফারুক এবং আয়নাকে হিপ্নোটিক সাজেশনের মাধ্যমে তাদের সমস্যার প্রকৃত সমাধানসূত্র নির্দেশ করতে চান। একজন অভিজ্ঞ মনোসমীক্ষকের ন্যায় মিসির আলি তাদের হিপ্নোটিক সাজেশন দিয়েছেন।

হুমায়ূন আহমেদ মিসির আলিকে একজন অভিজ্ঞ মনোচিকিৎসকের ভূমিকায় উপস্থাপন করেছেন। হিপ্নোটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের চিকিৎসা সুদীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তবে এখানে চিকিৎসার যে ধাপগুলি ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক ও অতিনাটকীয়।

Reference:

১. আহমেদ, হুমায়ূন, *মিসির আলি সমগ্র-১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২০
২. তদেব, পৃ. ১৭
৩. তদেব, পৃ. ১১৪
৪. তদেব, পৃ. ১২২
৫. তদেব, পৃ. ১২২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 389
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. আহমেদ, হুমায়ূন, *মিসির আলি সমগ্র-২,* অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫১
৭. তদেব, পৃ. ৫৩

Bibliography:

আহমেদ, হুমায়ূন, *মিসির আলি সমগ্র-১,* অনন্যা, ঢাকা, ২০১২
আহমেদ, হুমায়ূন, *মিসির আলি সমগ্র-২,* অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩
আহমেদ, হুমায়ূন, *আমিই মিসির আলি,* অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪
চট্টোপাধ্যায়, সুবীর, *মনোরোগ ও মনোচিকিৎসা,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪
পাঠক, রিংকু, *সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং ও তার প্রয়োগ,* নায়েক এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা, ২০১৪
মিত্র, মাধবেন্দ্র, মিশ্র, পুষ্পা, (অনু), *সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা,* নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪
বসু, অরূপরতন, (অনু), *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা: স্বপ্ন,* দীপায়ন, কলকাতা, ১৯৯৭
ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু শেখর, *সাইকোথেরাপি এবং কাউন্সিলিং,* এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০১৭